দৈনিক খবর

30 DEC 1988

তারিখ 30 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

চিকিৎসা সংকট ও বাস্তবতা—১

ইউনানী পদ্ধতির নীতিমালা এখনও বাস্তবে রূপ পায়নি

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধ হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি থাকলেও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দেশের গরীব জনসাধারণের উপযোগী ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির দৈন্যদশা ঘোচেনি। জনপ্রিয় দেশীয় এ হেকিমী ও কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য বহুযুগ পরে ১৯৮৩ সালে একটি নীতিমালা প্রণীত হলেও আজো সে নীতি বাস্তবায়িত হয়নি।

দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওষুধ প্রস্তুত করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা করা হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতি

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

ইউনানী পদ্ধতির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেমন সুপ্রাচীন, তেমনি গ্রামের অধিকাংশে গরীব মানুষের জন্য কম খরচে চিকিৎসালাভের জন্য এটা খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। কিন্তু যথাযথ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৃটিশদের আগমনের পর থেকে দেশীয় মতের এ চিকিৎসা পদ্ধতি জনগণের দৃষ্টির আড়ালে যেতে শুরু করে।

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৬৫ সালের ইউনানী, আয়ুর্বেদীক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আইনের অধীনে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথম সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের একটি এডহক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে সরকার বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ প্রবর্তন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেন। এসময় দেশের ব্যাপক জনগণের অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় মতের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিশেষ উৎসাহ প্রদানের নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৯৮২ সালের জুনে ঘোষিত জাতীয় ওষুধ নীতিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ওষুধকে এ্যালোপ্যাথিকের মত ওষুধ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে ইউনানী, আয়ুর্বেদীয়, হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এ বছরেই কমিটি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

নীতিমালা

জানা গেছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত সাধারণ নীতিমালায় বলা হয়, বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশীয় ওষুধ শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক ওষুধের এবং ওষুধের প্রস্তুতকারক কাঁচামালের মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে। ওষুধ ও ওষুধ কারখানাগুলোর বিকাশ ও মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তিনটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন জাতীয় ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সম্পর্কিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ওষুধ প্রশাসন পরিদফতরের অধীনে পৃথক সেল থাকবে, যার দায়িত্বে থাকবেন একজন পাশী হেকিম/ কবিরাজ/ হোমিওপ্যাথ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ আজো সম্ভব হয়নি। দেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় বিভিন্ন ওষুধের মান সম্পর্কে দীর্ঘদিন জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে। বর্তমানে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের সাথে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ওষুধও পরীক্ষা করা হয়। এজন্য কোন স্বতন্ত্র ইউনিট কিম্বা অভিজ্ঞ হেকিম নেই। ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ওষুদের প্রায় আড়াইশ' প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক সেল বা সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজো গড়ে ওঠেনি। খন্ডকালীনভাবে কাজ করার জন্য একজন বৈতনিক বিশেষজ্ঞ, একজন ড্রাগ সুপার ও ৩ জন ডিলিং এসিসটেন্ট দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চলছে। আর জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জন এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিনিধি এবং একজন আয়ুর্বেদীয় ও একজন ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিনিধি রয়েছেন। দেশীয় মতের এ চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য স্বতন্ত্র কোন ওষুধ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নেই।